ভান্ডে ব্রম্ভান্ড দরশন ঃ সম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রবণতা

সুদক্ষিণা বসু

সাম্প্রতিক ছোট পত্রিকার সৃষ্টিসন্ধানীয় সংগ্রহে চোখ বোলাতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়ে একালের কবিতার কতগুলি বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতার ধারা বাংলা কাব্যেতিহাসে মহাকাব্যের যুগ পার হয়ে এসেছিল রোমান্টিক গীতিকাব্যের যুগ যার পূর্ণায়ত বিক াশ হয়রবীন্দ্রনাথের হাতে। বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র প্রমুখেরা এবং পরবর্তীকালে শঙ্খ, শক্তি, সুনীলদের হাতে রারীন্দ্রিক থিম ও ভঙ্গি মা সচেতনভাবে বর্জিত হলেও এঁদের কেও সেই রোমান্টিকতারই এক রকমফের বলা যেতে পারে, যদিও শেষোক্ত তিনজনের কাব্যে সেই আন্তলীন সুরমগ্ন গীতিকবিতার ঢংটি পাল্টাতে শু করেছিল, যা আমূল বিবর্তিত হয়ে গেছে এই শতকের কয়েক দশকের রচন ায়। আমরালক্ষ্য করলে দেখব, কবিতার অন্তর্গত ধবনিমাধুর্য ও অন্তর্লীন সঙ্গীত মুছে কবিতা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি বিবৃতিমূলক, ইনফরমেটিভ। কবিতায় কবির প্রত্যক্ষ আবেগের তাপ অনেক কম, বরং খুব সংহত কণ্ঠে সে তাপ লুকিয়ে ফেলে যেন তিনি একটি নিরপেক্ষ বয়ানদেবার ভান করেন। তিনি ঠিক বেঠিক কিছু বলতে চাননা, রিপোর্টের ধরনে যেন জনসাধারনকে পরিবর্তমান জগতের বেশ কিছু চত্রান্তফাঁস করে দিতে চান। 'ভান' একারনেই কবির আক্ষেপ ও সহানুভূতির কাঁটাটি কোন দিকে - এ ধরনের বিবৃতিমূলক বয়ানের ভিতরেও তা বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয়না।

এতো গেল প্রকাশভঙ্গির কথা। বিষয়বস্তুতেও কতগুলি প্রবণতা বা অভিমুখও আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়না। মহাকাব্য ও গীতিক াব্যের যুগে বিষয়বস্তুর বৈপরীত্য ছিল বহির্বি ও অন্তর্বিশ্বের। গীতিকাব্য ধারার মূল ঝোঁকটা ছিল কবিদয়ের আত্মউন্মোচনে।স্রষ্টার নিজের দিকে এই ঝুঁকে থাকা চোখটি আজও তেমনভাবে সত্রিয়। সমকালীন, গীতিকবিতাও আত্মমুখী কিন্তু এই 'আমি'র পরিধিতে অ াজ বি ঢুকে পড়েছে। তাই 'আমি'র বিবৃতিতেও ঢুকে পড়ছে ইরাক আত্রমন, ব্রিগেডের কূটনীতি, সম্পর্কের পন্যায়ন। তাই এ এক অভিনব সময়ের কাব্য যখন আত্মিক সংকটের বর্ণনায় বি এসে ঢুকে পড়ে, তার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অনুকনাগুলি সেভাবেই বি ন াগরিকে প্রেক্ষিতে বর্ণিত হওয়ায় পেয়ে যায় মহাকাব্যিক গ্রাঞ্জার। এই বহির্বিশ্বের মধ্যে শহর ------ গ্রামের সম্পর্কটি বেশ কৌতূহলজনকভাবে কবিতায় ধরা পড়েছে। গ্রাম যে সেই ছায়াঢাকা শান্তির নীড় নেই রাজনৈতিক অর্থনীতি তারও শিরায় প্রবেশ করানো হচ্ছে। বিপরীতে গ্রাম শহরের লোকবলের চাহিদাকে তুষ্ট করছে এই দ্বিমুখী সম্পর্কটিও কবিতায় ধরা পড়েছে। সুপ্রিয় ফনীর সড়ক কবিতায় দেখেছি সড়ক নামক উন্নয়নের সেতুর হাত ধরে গ্রাম ও শহরের যে আদান প্রদানের রূপরেখাটি তৈরি হচ্ছে তা মুলত উভয়ের ধান্দাবাজিরই প্রয়োজনে,

সড়ক জরী খুব, সরকার দীর্ঘজীবী হোক
সড়কের হাত ধরে ডানা মেলেছে পরম ঋসট
কাজের যোগান হবে ... কত কত এনটারটীন
গাঁয়ের চাহিদা আছে শহরে, কী ফ্রেশ আর গ্রীন।
সড়ক তৈরী আছে - উইক এন্ড... বৃহস্পতি যোগ
শহরে মিছিল আসছে, গ্রামে যাচ্ছে শুত্রবাহী রোগ।

এই নিরপেক্ষ বিবৃতিধর্মী বয়ানেরও যেন কবির সজাগ করে দিতে চাওয়া বিপদের সাবধানবানী এবং স্বার্থবাদী শক্তিদের চিনিয়ে দিতে চাওয়া সহানুভূতি চোখে পড়ে।

এই সময়ে সামাজিক ভাষ্যেও রাজনীতির প্রভাব লুকিয়ে থাকে, তাই সময়ের ভাষ্যে কবির সমকাল তার রাজনৈতিক সামাজিক, র পবদল নিয়ে প্রকাশ পায়। এই সামগ্রিকতার বয়ান আধুনিক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রীজাতের কবিতায় এই মানুষ ও তার বৃহত্তর বৃত্ত বারবার প্রকাশিত হয়েছে তেমনই একটা কবিতা 'জীবন তোকে নিয়ে; এখানেও অস্থির সময় কীভাবে কবির অন্তর্জগতে ঢোকে তাও দেখি ---

"পা দিলে পড়ে যাব নির্ঘাত/ শ্যাওলা পোষে কত কার্ণিশ/ প্রেমের দিকটায় যাই না/ রাতের বাসে ল্যাং জার্নি/ যেদিকে ঈশ্বর থাকেন া/ সেদিকে মুখ করে পেচছাপ/ ফ্ল্যাটের ছোট ছোট জানালায় / আদর, প্রবলেম কেচছা..."

এই কাব্যভঙ্গিতে উনিশ শতকীয় রোমান্টিসিজম সম্পূর্ণ ঝরে গিয়ে সময়ের সংকট এবং উপলব্ধ সত্য কোথাও কোনো রাখঢাক ন

াকেড়ে কড়া রোদ্দুরেরর মতো জেগে থাকে।
'সড়ক' কবিতায় যে সংকট উন্মোচিত ও সমালোচিত তারই মুখ ধরা পড়ে শক্তি বসুর শেয়ার মার্কেট কবিতায়। ভোগসুখই যখনজীবনের সারকথা, পন্যায়নের দৌড়ে যখন আদর্শমূলক বানীগুলি উপহাসের বস্তু এখন কবি দেখান শস্যপাকার গন্ধেআমজনত ার সামর্থ্য থাক বা থাক, লোভুটুকু উপচে পড়ে। "শস্য পেকেছে / কলকাতায় গন্ধ পাচ্ছি/ গুড় না থাক আছে তো কলসি / ফুর্তি করে নাও এই বেলা/ বার্ধক্যের জন্য আছে তো বারানসী'
সময় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রাষ্ট্রনীতি তথা রাজনীতির স্বার্থে, সময়-ই আজ নায়ক। একদিন, যুক্তিবাদের যুগে গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রয়োজন ফুরিয়েছিল, তাই শেক্সপীরিয় ট্র্যাজেডিতে নেমেসিসকে নেমে আসতে হলে মানবচরিত্রের দুর্বলতার ছুতো খুঁজতো হতো, সেই রন্ধ্র দিয়ে নেমেসিস প্রবেশ করে ট্রাজেজি বানিয়ে তুলত। কিন্তু আজকের যুগে মানুষ গুনাগার দেয় কোন পাপে, তা সে নিজেও জানেনা, সে একটা অস্থির সময়ে বসবাসিত, যেখানে কোনো কারণ ছাড়াই তাকে ভুগতে হয়। খেসারত দিতে হয়। আজকে রাষ্ট্রশক্তি তথা র াজনৈতিক শক্তি সেই গ্রীক ট্র্যাজেডির নেমেসিসের মতো যা কার্য কারন ছাড়াই ঘনিয়ে আসে আমজনতার জীবনে, কে জানে কার প াপে বাজারে জিনিসের দাম বাড়ে, শিক্ষার মূল্য কমতে থাকে। লক্ষ টাকা দামে বিক্রি হয় বর্গফুট জমি, এমনকি গাছগাছালি, নদনদীর কাছে গিয়ে মানুষ একটু শুশ্রূষা খুঁজে নেবে, সেই 'প্রকৃতির মহাসান্ত্বনা' ও তাকে দাম দিয়ে কিনে নিতে হয়। "না রে শান্ত, বেড়াতে য াওয়ার ওই কটা নোট জোগাড় হল না/ লিষ্ট থেকে নাম কেটে দেয় ঘুর্ণিচেয়ারে বসা অদৃষ্ট / আমরা চেয়েছি শ্রমের সুযোগ ... র াজা বা লিডারহতে চাই নে মা!/ (ভগবান তুমি ক্ষুধার অন্ন, ক্ষুধা মানে খিদে, হ্যাঁ হ্যাঁ হাংগার)/ পাঁচশো বছর অনশনত দীন বঙ্গজ পেটের হাঁকারে/ ঘূর্নিচেয়ার দুই হাতে ঘুরিয়ে কেটে ছিঁড়ে খাব অদৃশ্য হাত।" এই ঘুর্নিচেয়ারে বসা অমোঘ 'অদৃষ্ট' আর দীন বঙ্গ জের লড়াই আজ সরাসরি। আজ দুমুঠো দুধ ভাতের জীবনবীমা নিয়েকোনো অন্নদাত্রী দেবী নেই, তাই শেষ পংক্তিতে ব্যত্ত ভায়ে ালেন্স বুঝিয়ে দেয় শান্ত আম আদমিই এবার লড়ে নেবে তার প্রাপ্য।
এই স্বার্থচক্রে এবং রাষ্ট্রশক্তির থাবার তলায় থমথমে বিশ্ব, আর তৃতীয় দুনিয়ার বুভুক্ষু নাগরিকের জান্তব ক্ষুধা যেন আরো একটিবিশ্বযুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করে --- এ এক তন্ত্রের কাল -- মদে ভাসছে বাংলাদেশ পশ্চাচারী/ রাগী মানুষেরা দুমদাম মেরে দিচ্ছে মানুষ/ ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে উপচে পড়ছে অস্ত্রের ঢেউ/ ব্যবহার করো, বানিজ্য বাড়ন্ত, যন্ত্রে মেধার বিস্ফোরণ/ পরের ল্যাজে পা পড়লে তুলোপানা ঠেকে, নিজের ল্যাজে/ পা পড়লে বাপ বাপ বলে ... বাপ বাপ বলে ... বাপ বাপ দুটো আসছে খ্যাপা জানোয়ার রূপ ..." লক্ষ্য করব কিভাবে বুশদাদা, ইরাক আগ্রাসন, পন্যায়ন, স্বার্থচক্র সবই ঢুকে পড়ে বাড়িয়ে তুলেছে সামাজিক কবির অ াত্মসংকট।
এসময়ের কবিতা আলোচনায় আমরা বলেছি বর্ণনাভঙ্গিতে যেন বাইরে থেকে ছিটিয়ে দেওয়া অভ্রগুঁড়োর মতো এক মহাকাব্যিক ঢং আয়ত্ত করা হয়েছে। আসলে আমাদের এই হাভাতে ছাপোষা মধ্যবিত্ত বেঁচে থাকার ভিতর যেভাবে ঢুকে পড়ে মাল্টিপ্লেক্স, ম্যাকডোন াল্ড, পিজা হাট তার ভারে দ্রুত ক্ষয়ে উবে যাওয়া মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনকে দেখার চেষ্টা করা হয় মহান দৃষ্টিভঙ্গির ভান এনে। ক ারন তাতে আর অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি আরো প্রকটিত হয়, শ্লেষ আরো ধারালো হয়ে ওঠে, 'জলেতে কুম্ভীর খায় / ডাঙাতলে বাঘ র ায়/ বেওকুফ তুমি কোন দল?/ যাহাদের রঙ আছে/ বাঁচে বাঁচে তারা বাঁচে/ বাকি যারা কপাল সম্বল" (ডুয়ার্সসীমান্তেঃ সেবন্তী ঘে াষ) আজ হয়ত, নেমেসিস তথা নিয়তির প্রবেশপথ চরিত্রের নিরপেক্ষতা।
সময়ের এই ভরকেন্দ্রবিচ্যুতি সম্পর্কের ভিতরেও ঢুকে পড়ে। গভীর সম্পর্কেও আস্থাহীনতা কবিতায় প্রায়ই দেখা দেয়। কলকাতার এক ভাঙাচোরা রাস্তা 'হরি ঘোষ স্ট্রীট' বদলে যে জনজাল, কাদা, আবর্জনা উপচানো, দালাল, বুকি, অবিমৃষ্যবারী, ষড়যন্ত্রীদের অনুষঙ্গ মনে পড়ে, কবি তাকে প্রতিস্থাপিত করেন সম্পর্কের সংজ্ঞায়, "সম্পর্কের ভিতরেই কোথাও না কোথাও ঠিক থেকে যাবে হরিঘোষ স্ট্রিট/ আলো নেই, বাতাসও, অকিঞ্চতন, সন্দেহভাজন পথচারী/ অলক্ষ্যে এখানেই গা ঢাকে দালাল, বুকি আর যারা অবিষ্যকারী/ যাবতীয় ষড়যন্ত্র এখানেই সারা হয় যা কিছু অরাজনৈতিক" (হরি ঘোষ স্ট্রীট/ প্রবাল কুমার বসু)
খুব নিবিড় সম্পর্কেও মানুষ আস্থাখুঁজে পায়না, সম্পর্কের এই বুনট মেয়েদের কবিতায় অনেক বেশি তীব্র। সম্পর্কে অনুগত থাকার সংস্কার মেয়েদের অনেক বেশি , অথচ ভরকেন্দ্র কোথায় যেন সরে গেছে। তাই অবিশ্বাস প্রকাশ্যে আসেনা, ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে "ওকে মাড়িয়ে যাবার সাধ্যকী?/ পাশ কাটাব, রাশ টানব --/ ভাবি কিন্তু করা হয়ে ওঠে না/ প্রফুল্ল ঘাসজমির নিভৃতে/ সে শুয়ে থ াকে" (অবিশ্বাস ১/ পৌলোমী সেনগুপ্ত) একজন কথা দিয়েছিল সে, পাশে থাকবে একাবিংশ শতকের নারী গিরীন্দ্রমোহিনীদের মতো তা কৃতজ্ঞতচিত্তে স্মরণ না করে পরখ করে দেখতে চায় 'বলছ, ছেড়ে গেলে সঙঘ থাকবেই/ ছেড়ে কি যাব তবে? বড় ডানা মেলে? তবু এত সহজে ছেড়ে যাওয়া যায়না সংসার বিশ্বাস ভালোবাসা --- "কথার কথা সবই" তাই -- পুরোনো শতাব্দীপ্রাচীন বিশ্বাসেই স্থিত থাকতে হয়, শুধু অবিশ্বাস হালকা একটা ঢেউ তুলে যায় অপারগতার ছোট্ট ধাক্কাটি প্রকাশমুখ খুঁজে নেয় অন্যভাবে
"হাওয়ারা সরে গেলে ডানার ধাক্কায়
"ছুড়ব এস এম এস তোমার নোকিয়ায়"

(অবিশ্বাস -২/ পৌলোমী সেনগুপ্ত)

প্রথম থেকেই এ আলোচনায় দেখা যাচ্ছে অস্থির সময়ের সংকট কীভাবে আধুনিক কাব্যের ভিতর ও বাহিরকে প্রভাবিত করেছে।প্রতিটি সময়েরই নিজস্ব প্রতিষেধক থাকে। সংকট উত্তীর্ণ হবার লড়াইই চেতনার কাজ, আর সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা এ লড়াইএ আয়ুধ করেছে সম্পর্ককেই। সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরে বেঁচে উঠতে চেয়েছেন কবি। সব্যসাচী দেবের শুশ্রুষা' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।আবার কবি কখনো ভরসা করেছেন সবচেয়ে তীব্র অস্ত্র কবিতারই। তা যেন ম্যাজিকের মতোই বদলে দেবে সবকিছু।

'ম্যাজিক সকাল একদিন ভোরবেলা
শু হল সেই ডুকরে উঠল ছুরি
যেভাবে কাঁদলে মুছে যায় সব ব্যথা
আকাশে ওড়ালো স্বপ্ন দেখার ঘুড়ি

পৃথিবী জানল তণ কবির কথা
কীভাবে ফোটায় অন্ধপাতার চোখ
কুয়াশার ঘর ভরে গেল নীলতারা
(ম্যাজিক সকাল / বিশ্বজিৎ রায়)

আবার কখনো বা শিকড়ের টানে উৎসে ফিরে গিয়ে বুঝেছেন অন্ধগায়কের ভাটিয়ালী কীভাবে জুড়িয়ে দেয় ক্ষতমুখ। (অন্ধগায়কের ভাটিয়ালী / অমলেন্দু বিশ্বাস)

সবশেষে একথা বলা চলে সাম্প্রতিক কবিতামালা এক অদ্ভুত রূপ লাভ করেছে যেখানে সময়প্রবাহে পারম্পর্যে বহমান কবিতা ধারা গুলি যেন পরস্পরে মিলে যায়। গীতিকাব্যের অন্তর্মুখিনতা চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলেও লিরিকাল সুরের বদলে রয়েছে আপাত নিরপেক্ষ বিবৃতিমূল কণ্ঠস্বর, মহাকাব্যের মতো বৃহত্তর প্রেক্ষিতে অভিপ্রেত বিষয়কে দেখা তাই অন্তর্জগতের বাস্তবতা পন্যায়ন ও বিশ্বায়নের যুগেপ্রতিমুহূর্তের বিশ্ব সংকট ও গতিপ্রকৃতিকে চিহিত করেছে। মানুষ হয়ে উঠেছে ভুবনগ্রামের সদস্য, কবিও তার কাব্য নিয়ে বাদ যাননি সময়ের এই মুষ্টি থেকে।